যুগান্তর

তারিখ 29 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

উৎপল মল্লিক

একীভূত শিক্ষা : প্রতিবন্ধী শিশুদের কথা

আটকে রাখে বা ঘরে কিছুর সঙ্গে বেঁধে রাখে। এসব অভিভাবককে বোঝাতে হবে, বিদ্যালয়ে নতুন পরিবেশে এ শিশুরা বাড়িতে আটকে থাকার চেয়ে শারীরিক নড়াচড়ার বেশি সুযোগ পাবে এবং কিছু না হোক শারীরিকভাবে ভালো অনুভব করবে। তাছাড়া অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে, তারা যেন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ শিশুদের যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে বাস করতে দেন এবং যাতে তারা বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে জীবন সংগ্রামের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। আর পরিবারগুলো যখন তাদের প্রতিবন্ধী শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে শুরু করবে, তখন তারা অন্যদের দেখাদেখি খাপ খাইয়ে নেয়ার উপায় খুঁজে পাবে। এভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন— বিয়ে, মেলা, সার্কাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এ শিশুদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। এসব শিশুর অনেকেই নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় বিশেষভাবে সফল হতে পারে। সব পরিবারের উচিত অন্তত সেই সম্ভাবনাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা। অল্প বয়সেই তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা উচিত, কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্যাও বাড়তে থাকে এবং অন্য কোনো সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার সুযোগটাও নষ্ট হয়ে যায়।

এটি সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্য অনেকের মতোই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সমাজে প্রচলিত দীর্ঘদিনের ধ্যান-ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী শিশুদের কাছ থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন না। আমাদের শিক্ষকদের বুঝতে হবে, প্রতিবন্ধী শিশুদের কেউ কেউ হয়তো পড়াশোনায় খুব বেশি অগ্রগতি নাও দেখাতে পারে; কিন্তু তারা বিদ্যালয়ে আসার কারণে চলাফেরা, যোগাযোগ ও সর্বোপরি সামাজিকতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। এসব শিশু নিয়ে যে পাঠ কিংবা কর্মপরিকল্পনাই শিক্ষকরা নেন না কেন, যে বিষয়টা কখনও ভুলে গেলে চলবে না তা হল, এসব শিশুর প্রতিবন্ধিতার ধরন ও প্রয়োজনীয় চাহিদা বিবেচনায় রেখে অন্য শিশুরা যেসব সুবিধা পায়, সেসব সুবিধা পাওয়ার অধিকার এ প্রতিবন্ধী শিশুদেরও আছে এবং তারা সেগুলো নিশ্চিত করছেন।

দেশের বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হুইল চেয়ার নিয়ে প্রবেশ করা যায় এমন ঢালু রাস্তা বা র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, মনে করিয়ে দিতে হবে যে, বিশেষ শিশুদের সুরক্ষায় তাদের দায়িত্ব আছে এবং তাদের উপস্থিতিতে এ শিশুগুলো যেন কোনো ঝুঁকিতে না পড়ে অথবা তারা নিজেরাই যেন কোনো রকম নির্যাতন না করে। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবারের পক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বাড়তি খরচ বহন করা সম্ভব নয়। আবার এমনও দেখা যায়, প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা/অভিভাবক অনেক সময় জানে না সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদফতরের জেলা শাখায় নথিভুক্তি সাপেক্ষে এ শিশুরা মাসিক প্রতিবন্ধী ভাতা পেতে পারে। উপজেলা/জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত ওই ভাতা পেতে সব শিশু ও তাদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। ভাতার পরিমাণ অল্প হলেও বিদ্যালয়ে যাওয়ার ফলে তারা এ সুবিধা পাচ্ছে— সমাজে এ ধারণা দেয়া গেলে অন্যরাও এতে উৎসাহিত হতে পারে।

এসব শিশুর প্রতি সমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকদের পুনঃপুনঃ অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। তাই তাদের মনোভাব পাল্টানো এ মুহূর্তের একটা বড় কাজ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলে যায় এবং তারা কীভাবে সফলতার সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম সমন্বয় করে, সব শিশুর জন্য শিক্ষণীয় ও আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হন। আমাদের মনে রাখা উচিত, এটা কোনোমতেই সরকার কিংবা শ্রেণী শিক্ষকদের একার দায়িত্ব নয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারে। এরকম সফল কর্মসূচি এদেশেই বিদ্যমান আছে। সরকারের উচিত তাঁদের আরও উৎসাহিত করা ও অন্য সংস্থাগুলোকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা। সুশীলসমাজ, দেশী-বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা বিভাগ— সবাইকে আরও বেশি করে জনমত গঠন, শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন ও একীভূত শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সরাসরি ভূমিকা রাখতে হবে।

উৎপল মল্লিক : *শিক্ষা গবেষক*